Aslaf Academy

লেকচার ৩১ : নবীজির বহুবিবাহ।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ৩১ : নবীজির বহুবিবাহ।

নবীজির বহুবিবাহ -

প্রাচ্যবাদের প্রোপাগাণ্ডায় সাধারণ মুসলমানের মনে একটা প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরপাক খায়, তা হলো – রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতগুলো বিয়ে করলেন কেন?

নবীজি বহু বিবাহ করেছেন। এটার সোজাসাপ্টা জবাব হলো, নবিজি বহু বিবাহের অনুমতি আল্লাহর কাছ থেকেই পেয়েছেন, আবার তৎকালীন সমাজেও এটা গ্রহণযোগ্য প্র্যাক্টিস ছিল। কাজেই নবীজির বহুবিবাহ নিয়ে কোন মুসলিমের আপত্তি থাকা উচিত না। আবার বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সাধারণভাবে বহু বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়। এখন কোন মুসলিম যদি সক্ষমতা থাকার পরেও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে বহুবিবাহ না করে, তাহলেও আমরা বলব- এটা করার এখতিয়ার তার আছে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা একটি গ্রহণযোগ্য আচরণ, কিন্তু একজন মুসলিম হিসাবে আমরা এই আচরণের পক্ষে নই। কারণ, এটা আল্লাহর দেয়া সীমার বাইরে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, ইসলামিক আইন যদিও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' (Consensus) ও কিয়াসের (Analogy) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এর প্রয়োগ আরো কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যার মধ্যে একটি হলো – 'উরফ' তথা (Social norm /সামাজিক রীতি)।

উপরের প্রি-রিকুইসিট জ্ঞানকে মাথায় রেখে এবার ব্যাখ্যায় আসি।

যদিও একজন মুসলিমের জন্য চারজনের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই, কিন্তু নবীজিকে আল্লাহ চারের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এই অনুমতি দেয়া হয়েছে নিচের আয়াতের মাধ্যমে। কুরআনে এসেছে,

'হে নবী, আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীদেরকে, যাদের আপনি দেনমোহর দিয়েছেন। আর কোন ঈমানদার নারী নবীর কাছে নিবেদন করলে আর নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে বৈধ। আর এ সুযোগ শুধু আপনার জন্য, বাকী মুমিনদের জন্য নয়।'[1]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সুবিধা নবীজিকে দেয়ার কারণ কি? এর প্রধান কারণ হলো—

নবীজির শরিয়াহর কিছু অংশ সাধারণ মুসলিমদের থেকে ভিন্ন ছিল। এই ভিন্ন শরিয়াহ তাকে কিছু সুবিধা দিলেও দায়িত্ব দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। যেমন –

১. নবীজির জন্য প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ওয়াজিব ছিল।

২. একবার যুদ্ধের সরঞ্জাম পড়ে ফেলার পর যুদ্ধে না যাওয়া তাঁর জন্য হারাম ছিল।

৩. দান গ্রহণ করা তাঁর জন্য হারাম ছিল।

৪. মৃত্যুর সময় পরিবারের জন্য সামান্য সম্পদ রেখে যাওয়াও তাঁর জন্য হারাম ছিল, এমন কি আজ পর্যন্ত নবীজির বংশধরের কেউ যতই দরিদ্র হোক না কোন যাকাত নিতে পারবে না!

এত কঠিন কঠিন নিয়মের বিপরীতে আল্লাহ তাঁকে খুব অল্প কিছু বিধানে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো চারের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি।

[1] সূরা আহযাব ৩৩:৫০

নবীজির বিয়েগুলো মোটাদাগে আরো যে সব কারণে হয়েছিল, তার অন্যতম হলো –

১. কোন বন্ধুর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করণ।

২. কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।

৩. যে গুণবতী নারীর স্বামী শহীদ হয়েছে তাঁকে সম্মানিত করার জন্য।

আর এই বিয়েগুলোর ক্ষেত্রে সেই নারীর সৌন্দর্যও যদি নবীজিকে আকর্ষণ করে থাকে, তাতে দোষের কিছু নেই। একজন পুরুষ তো তাকেই বিয়ে করতে চাইবে যাকে তার সুন্দর লাগে – এটাই তো স্বাভাবিক বায়োলজিকাল ব্যাপার। এজন্য তাঁকে 'নারীলোভী' বলা অন্যায় ও অজ্ঞ আচরণ।

এবার মানবিক কিছু ব্যাপার দেখুন–

১. নবীজি চাইলে আরো বেশী বিয়ে করতে পারতেন। অথচ, নবীজি তাঁর যৌবনের প্রাইম টাইম একজন মাত্র স্ত্রী (মা খাদিজা)-র সাথেই কাটিয়েছিলেন। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মাত্র একজন স্ত্রী ছিল। অথচ বহুবিবাহ করা আরব সমাজে একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এবং তিনি চাইলেই তখন একাধিক বিয়ে করতে পারতেন। আমাদের সমাজে যেমন বিয়ের সময় ছেলেদের যোগ্যতা দেখা হয় – তার পড়াশুনা, চাকরি-বাকরি, আয়-রোজগার দেখা হয়, তৎকালীন আরব সমাজে বিয়ের সময় একটা ছেলে বা মেয়ের একটা বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ছিল। তা হলো— তার বংশমর্যাদা। নবীজি ছিলেন আরবের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের সবচেয়ে সম্মানিত ও লিজেন্ডারি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মুত্তালিব এর সবচেয়ে প্রিয় নাতি। তাই তিনি চাইলে যৌবনে ও নবুয়তের আগে ১০-১২টা বিয়ে করা তার জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না, কিন্তু তা তিনি করেননি।

২. সেই সমাজে বিয়ে ছিল ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম উপায়। বর্তমানে আমরা যে সমাজে বাস করি তাতে বিয়ের উদ্দেশ্য একটাই থাকে। তা হলো – সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী একটা ছেলে/মেয়েকে তার জীবনসঙ্গীর সাথে মিলিয়ে দেয়া। কিন্তু, আরব সমাজে "রাষ্ট্র" বলে কিছু ছিল না। এবং এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের ঝগড়া-যুদ্ধ লেগেই থাকত। সেকালে সামাজিকভাবে সুরক্ষিত থাকার একমাত্র উপায় ছিল— গোত্রবদ্ধ হয়ে চলা, তাই সেই সমাজে বিয়ের আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল অন্য পরিবার বা অন্য গোত্রের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করা। আর নবীজি যেহেতু আরবদের ৩ হাজার বছরের পুরনো রীতি-নীতিকে পরিবর্তন করে মাত্র ২৩ বছরে সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইসলামের প্রবর্তন করছিলেন, কাজেই এটা তার জন্য খুব জরুরী ছিল যে, তিনি বিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করবেন। এই দিক থেকে চিন্তা করলে, বহুবিবাহের অনুমতি নবীজির জন্য কোন সুবিধা ছিল না, বরং ছিল এক মহা দায়িত্ব।

৩. নবীজি জোর করে কাউকে বিয়ে করেননি। তিনি যাদেরকে বিয়ে করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই তার স্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। যে তাঁর স্ত্রী হতে চায়নি, তাকে তিনি বিয়ে করেননি।

সহিহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে আমরা একটি ঘটনা জানি। যেখানে 'উমাইমাহ বিনতে শাহরিল' নামক এক মহিলা প্রাথমিকভাবে নবীজির স্ত্রী হতে সম্মতি জানায়। কিন্তু, বিয়ের রাতে সেই মহিলা তার মত পরিবর্তন করে। এবং স্ত্রী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। নবীজিকে দেখে সে বলে উঠে – "আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি"। জবাবে নবীজি বলেন – "তুমি সবচাইতে বড়র কাছেই আশ্রয় চেয়েছ। যাও, তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও।"

এভাবে বিয়ে কনসুমেট (স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একসাথে থাকা) করার আগেই রাসূলুল্লাহ উমাইমাহকে তালাক দিয়েছিলেন।

(কিছু বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহকে অপদস্থ করার জন্য কাফেররা মহিলাটাকে দিয়ে এরকম করিয়েছিল। ইতিহাসের বইগুলোতে এরকমও পাওয়া যায় যে, এই মহিলা তার বাকী জীবন রাসূলুল্লার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আফসোস করতে করতে কাটিয়েছিল।)

৪. নবীজি জোর করে কোন স্ত্রীকে বিবাহও যেমন করেননি, তেমন ধরেও রাখেননি। বরং, তাঁর যে কোন স্ত্রী চাইলেই তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারতেন। কুরআনে এসেছে—

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, "তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা করো; তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দেই। আর তোমাদেরকে ভদ্রতার সাথে বিদায় দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন"। (সূরা আহযাব২৮–২৯)

হাদিস থেকে আমরা বরং দেখি, নবীজির স্ত্রীরা তাঁর কাছে ডিভোর্স তো চানই নি, বরং প্রত্যেকেই যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন প্রশংসা করেছিলেন যে স্বামী হিসাবে রাসূলুল্লাহ কতটা মহৎ ছিলেন।

৫. ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর তিনি আর বিয়ে করেননি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, নবীজির ৭টি বিয়েই হয়েছে ৩য় থেকে ৮ম হিজরীর মধ্যে। এটা ছিল নবীজির জীবনের সবচেয়ে আন্দোলিত সময়, যখন মুসলিমরা বিভিন্ন গোত্রের সাথে যুদ্ধে যাচ্ছে, আবার বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি করছে। কাজেই, এই সময় এই বিয়েগুলো ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের অংশ বিশেষ। তিনি যদি নারীলোভী-ই হয়ে থাকবেন, তাহলে তো এর আগে-পরেও তাঁর অনেক বিয়ে করার কথা ছিল। শুধু তাই না, তিনি বেঁচেছিলেন ১১ হিজরী পর্যন্ত। কিন্তু, ৭ম হিজরির হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ৮ম হিজরিতে হুনাইনের যুদ্ধে বিজয়ের পরে আরব ভূখন্ডে মুসলিমদের একচ্ছত্র আধিপত্য সময়ের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ নিজেই সূরা ফাতহে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে "পরিষ্কার বিজয়" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর তাই আমরা দেখতে পাই, ৯ম-১১তম হিজরী পর্যন্ত নবীজি গোত্রভিত্তিক সম্পর্ক উন্নয়নে আর কোন বিয়েও করেননি। তিনি যদি আসলেই শুধু নিজের চাহিদায় বিয়ে করে থাকতেন, তাহলে তিনি ঐ শেষের ২ বছরেও বিয়ে করা থামাতেন না। অথচ, তিনি তা করেননি। অনেকে বলতে পারেন, শেষ বয়সে বিয়ের সক্ষমতা থাকারও বিষয় আছে, এজন্য করেননি!!

তাদের জানা উচিত যে, নবিজিকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি বানিয়েছিলেন। এবং ইন্তেকালের কয়েকদিন আগ পর্যন্তও নবিজি একইরকম সক্ষমতা রাখতেন। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

শেষকথা -

আপত্তিকারী বা সন্দেহ পোষণকারীদের বলবো, আসুন সিরাতের পাঠে ব্রতী হই। মিডিয়ার প্রচারণায় বা জ্ঞানহীন কূপমণ্ডুকদের কথায় বিভ্রান্ত না হই। নিজ ধর্ম ও ধর্মের নবির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ঈমানকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন। আশা করি, বিষয়টি সংক্ষেপে হলেও আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ।